যুগান্তর

তারিখ 17 AUG 2016
পৃষ্ঠা 2 কলাম 6

অনুমোদনহীন কিন্ডারগার্টেনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে টাস্কফোর্স

যুগান্তর রিপোর্ট

অনুমোদন ছাড়া পরিচালিত দেশের কিন্ডারগার্টেন স্কুলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে টাস্কফোর্স গঠন করেছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। বিভাগ, জেলা ও উপজেলা এ তিন পর্যায়ে ৫৫৯টি 'টাস্কফোর্স কমিটি' কাজ করবে।

জানতে চাইলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব হুমায়ুন খালিদ মঙ্গলবার যুগান্তরকে বলেন, 'আজ এ সংক্রান্ত পরিপত্র জারি করা হয়েছে। টাস্কফোর্স কমিটি এক মাসের মধ্যে সুপারিশসহ প্রতিবেদন দেবে।' তিনি বলেন, টাস্কফোর্সের প্রধান কাজ দুটি। এক, অনুমোদিত ও অননুমোদিত স্কুল চিহ্নিত করা। এসব স্কুলের মধ্যে অপ্রয়োজনীয়গুলো' চিহ্নিত করে তা বন্ধের সুপারিশ করবে কমিটি। প্রয়োজনীয়গুলো অবৈধ হলে সেগুলো কিভাবে রাখা যায় সে সুপারিশও করবে। দুই, এসব স্কুল কিভাবে চলছে, আয়-ব্যয়, শিক্ষক, তাঁদের নিয়োগ ও যোগ্যতা, বেতন-ভাতা, টিউশন ফি খতিয়ে দেখবে। এ ব্যাপারে দেয়া সুপারিশের ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ নেয়া হবে।

পরিপত্র অনুযায়ী, বিভাগীয় বা মহানগর এলাকার টাস্কফোর্স কমিটির সভাপতি বিভাগীয় কমিশনার। এর সদস্য হবেন পুলিশের উপমহাপরিদর্শক (ডিআইজি), স্থানীয় সরকার বিভাগের পরিচালক, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও বিভাগীয় উপপরিচালক (সদস্য সচিব)। এ কমিটি বিভাগীয় ও মহানগর এলাকায় বিদ্যমান সব ধরনের বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (নার্সারি, প্রিপারেটরি ও কিন্ডারগার্টেন) প্রতিষ্ঠার অনুমতি বা নিবন্ধন সংক্রান্ত কাগজপত্র, ফি, ছাত্র-শিক্ষকের অনুপাত, বিদ্যালয়ের পাঠদান ও পাঠ্যপুস্তক অন্তর্ভুক্তি যাচাই করবে। প্রয়োজনে জেলা ও উপজেলা টাস্কফোর্সকে পরামর্শ বা নির্দেশনা দেবে।

জেলা টাস্কফোর্স কমিটির সভাপতি করা হয়েছে জেলা প্রশাসককে। পাঁচ সদস্যের এ কমিটিতে পুলিশ সুপারও থাকবেন। এ টাস্কফোর্স সংশ্লিষ্ট জেলা বা পৌর এলাকার বিদ্যালয়ের কার্যক্রম যাচাই করবে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) নেতৃত্বাধীন উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটি উপজেলা বা পৌর এলাকায় গড়ে ওঠা এ ধরনের বিদ্যালয়ের তথ্য যাচাই করবে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সূত্র জানায়, সারা দেশে কত কিন্ডারগার্টেন আছে, তার হিসাব সরকারের কাছেও নেই। এসব স্কুলের বিভিন্ন সমিতির নেতাদের দেয়া তথ্যমতে, দেশে এ ধরনের স্কুল আছে ৭০ হাজার।

মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধনের আওতায় আনতে ২০১১ সালে বিভিন্ন ধরনের শর্ত দিয়ে নিবন্ধন বিধিমালা করা হলেও তাতে সাড়া মেলেনি। সারা দেশে মাত্র ৩২১টি স্কুল নিবন্ধিত হয়েছে। প্রায় সব বিদ্যালয় অবকাঠামো, ছাত্রছাত্রী ভর্তি, ফি ও পাঠ্যবইয়ের ক্ষেত্রে নিবন্ধন বিধিমালার নিয়মকানুন না মেনেই বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে। পাঠ্য তালিকার বাইরে বইয়ের বোঝার কারণে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ওপর মানসিক চাপ বাড়ছে।